জ্ঞানচর্চায় ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি গ্রন্থাগার

মুক্তিযুদ্ধ কর্নারে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আলোকচিত্র, বই এবং তথ্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হতে পারছেন। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ সৃষ্টির পাশাপাশি তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার চর্চা, লালন ও বিকাশ ঘটাতে সমর্থ হচ্ছেন

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি গ্রন্থাগারের মুক্তিযুদ্ধ কর্নার

জ্ঞান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিতরণের কেন্দ্র হলো গ্রন্থাগার। এজন্য গ্রন্থাগারকে বলা হয় জ্ঞানের ভাণ্ডার। গ্রন্থাগারে বইয়ের বিশাল সংগ্রহশালা মানুষের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে মানুষ জ্ঞানসমুদ্রে অবগাহন করে সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ পায়। চিন্তাশীল মানুষের কাছে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা অনেক বেশি।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা উন্নত দেশগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। কারণ মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে আমাদের পক্ষে কিনে বই পড়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। আর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা তো বলে শেষ করা যাবে না।

এমনই জ্ঞান আহরণের অবারিত সুযোগ করে দিতে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়। ১৯৯৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ছোট পরিসরে যাত্রা করা এ গ্রন্থাগারের পরিধি এখন বিস্তৃত হয়েছে। রেফারেন্স, রিজার্ভ, সার্কুলেশন, নিউজ পেপার অ্যান্ড জার্নাল, ক্যাটালগ এবং ফটোকপি সেকশন নামে আলাদা আলাদা ভাগে সাজানো পুরো গ্রন্থাগার। পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়াই-ফাই ও ইন্টারনেট সেবা থাকায় মোবাইল বা কম্পিউটারের মাধ্যমেও বই, জার্নাল পড়ার সুযোগ রয়েছে।

গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের পরিচয়পত্রে থাকা ডিজিটাল বারকোডের মাধ্যমে তারা গ্রন্থাগারের সেবা নেন। প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত গ্রন্থাগারটি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত এবং শনিবার বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত গ্রন্থাগার খোলা থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়টির গ্রন্থাগারের সেবা ও ব্যবহারের জন্য এবং লাইব্রেরি সদস্য হওয়ার জন্য রয়েছে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন। রেজিস্ট্রেশনের পর লাইব্রেরির প্রতি সদস্যকে মৌলিক জ্ঞানের আলোকে 'লাইব্রেরি তথ্য সাক্ষরতার' ওপর ক্লাস করা বাধ্যতামূলক।

গ্রন্থাগারের সংগ্রহের বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক ড. দিলারা বেগম জানান, গ্রন্থাগারের রিসোর্স ব্যবহার করা হয় মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং স্টাফ সদস্যদের পড়াশোনা ও গবেষণায় সহযোগিতা করার জন্য। এর পাশাপাশি অন্যান্য সংগ্রহ ও তথ্যভাণ্ডারের সঙ্গে সহজে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য সময় উপযোগী বিভিন্ন সেবার পরিকল্পনা করা হয়।

গ্রন্থাগারটিতে ৩১ হাজার বই, এক লাখ ই-বুক, ৪৫ হাজার অনলাইন জার্নাল, ১০২টি প্রিন্ট জার্নাল/ম্যাগাজিন/সাময়িকী, ৫ হাজার ১৪২টি থিসিস ও সিডি রম, ২ হাজার ৬০৩টি ডিজিটাল লাইব্রেরি সংগ্রহ, ৫৩টি কনফারেন্স প্রসিডিংস, নিউজ ক্লিপিংয়ের জন্য নিয়মিত ১৮টি বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা রাখা হয় এবং ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির নিজস্ব প্রকাশিত নিউজলেটার, বার্ষিক প্রতিবেদন, বুলেটিন, জার্নাল সংগ্রহ করা হয়। গ্রন্থাগারের মূল সংগ্রহে কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক, ইলেকট্রিক, সিভিল এবং পরিবেশগত বিজ্ঞান, গণযোগাযোগ, ব্যবসা, ব্যাংকিং এবং অ্যাকাউন্টিং, ইতিহাস, সাহিত্য, মানবিক, শিল্প ও কলা, ফার্মাসি, জৈবিক ও জীববিজ্ঞান, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ গবেষণা ইত্যাদি বিষয়গুলোয় জোর দেয়া হয়েছে।

আধুনিক সেবা দিতে বিশ্বে আধুনিক গ্রন্থাগারের মতো নতুন প্রযুক্তির সংযোগ ঘটিয়ে ব্যবহারকারীদের পরিচয় ঘটানো ও তথ্য ব্যবহার সহজীকরণ করা হচ্ছে। বর্তমানে চালু করা নতুন সেবার মধ্যে রয়েছে আর্টিকেল আবেদন সেবা, বিভাগ অনুযায়ী রিসোর্স পোর্টাল, অনুষদের ১৫ বিভাগ অনুযায়ী ই-রিসোর্স ও অন্যান্য সেবা প্রদান, অনলাইন রিসোর্স অনুযায়ী ই-বই সংযোগ, কোর্স রিজার্ভ অনুযায়ী বই সংযোগ।

মুক্তিযুদ্ধ কর্নার

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনাকে ধারণ ও জানানোর জন্য গ্রন্থাগারটিতে আছে মুক্তিযুদ্ধ কর্নার। ২০১৬ সালের ২৬ মার্চের স্বাধীনতা দিবসে এটি উদ্বোধন করা হয়। সেখানে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক অনেক বই, সিনেমা ও প্রামাণ্যচিত্র রয়েছে। রয়েছে শাহরিয়ার কবিরের *বঙ্গবন্ধুর জীবন কথা*, জাহানারা ইমামের *অফ ব্লাড অ্যান্ড ফায়ার*, আর্চার কেন্ট ব্লাডের *দ্য ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ*, রফিকুল ইসলাম বীর উত্তমের *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*। টাইমস, নিউজ উইক, দ্য ইকোনমিস্টসহ অনেক পত্রিকার মুক্তিযুদ্ধকালীন কপি সংগৃহীত রয়েছে এবং কর্নারটির 'দেয়ালিকা' সাজানো হয়েছে সেসব প্রামাণ্যচিত্রের আদলে। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন সাংবাদিকের নেয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকারের সিডি ও ভিডিও ক্লিপ। বঙ্গবন্ধুর লেখা অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ৭ মার্চের ভাষণের অডিও, ভিডিও ক্লিপও রয়েছে। শিক্ষার্থীরা এর সবই গ্রন্থাগারের কম্পিউটারে বসে দেখতে ও শুনতে পারেন।

ড. দিলারা বেগম বলেন, মুক্তিযুদ্ধ কর্নারে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আলোকচিত্র, বই এবং তথ্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হতে পারছে। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ সৃষ্টির পাশাপাশি তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার চর্চা, লালন ও বিকাশ ঘটাতে সমর্থ হচ্ছে।

■ **আফরিন সুলতানা**
সহকারী গ্রন্থাগারিক, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি গ্রন্থাগার